

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

100209 - জনকৈ ব্যক্তি এক দোকান থেকে কিছু পোশাক কনিছে; পরবর্তীতে জনেছে যে, সেখনে চুরকিত জনিসি বকিরি করা হয়

প্রশ্ন

আমি আমার এক বন্ধুর মালিকানাধীন দোকান থেকে কিছু পোশাক কনিছে। কনোর পর আমি উদঘাটন করছে যি, সে চুরকিত জনিসিপত্র বকিরি করে। আমি এখন জনেছে যি, এই দোকান থেকে কিছু খরিদি করা আমার জন্য হালাল হবে না। কনিতু জানার আগে আমি যিই পোশাকগুলো খরিদি করছে সেগুলোর কি হবে? সেগুলো পরা কি হালাল হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি প্রমাণতি হয় যে, এই দোকানটি চুরকিত জনিসিপত্র বকিরি করে তাহলে এই দোকান থেকে ক্রয় করা জায়যে হবে না। কনেনা চুরকিত মাল চোরের মালিকানাধীন নয়। তাই চুরকিত মালে তার লনেদনে সঠিক নয়।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: “হরাজে (পুরাতন জনিসিরে মার্কটে) কখনও কখনও চুরকিত জনিসিপত্র আসে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বকিরিতোর মধ্যে আতঙ্ক ফুটে উঠা থেকে কথিবা ভতেরে কিকি জনিসি আছে সেগুলো সে না-জানা থেকে কথিবা যন্ত্রটির প্রকার ও চালানোর পদ্ধতি না-জানা থেকে কথিবা যে অল্পমূল্যে যন্ত্রটি বকিরি করা হয়েছে সেটো থেকে কথিবা কথায় থেকে ক্রয় করেছে সেটো থেকে। এ ধরণের জনিসি ক্রয় করার হুকুম কী?

জবাবে তারা বলেন:

যদি কটে নিশ্চিতি হয় যে, বকিরি জন্য পশেক্ত পণ্যটি চুরকিত কথিবা আত্মসাৎকৃত কথিবা যে ব্যক্তি বকিরি জন্য এটি পশে করেছে সে এর আইনানুগ মালিক নয় বা বকিরি জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিও নয়; তাহলে এমন পণ্য ক্রয় করা হারাম। যহেতে এমন ক্রয়ের মধ্যে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষত্রে সহযোগতি করা রয়েছে এবং প্রকৃত মালকিরে হাত থেকে পণ্যটি বঞ্চিত করা রয়েছে। এবং যহেতে এর মধ্যে মানুষের ওপর জুলুম করা, অন্যায়ের পক্ষে সায দয়ো এবং অন্যায়কারীর সাথে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পাপে অংশগ্রহণ করা রয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনে ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহায়তা করো না।” [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে যে ব্যক্তি জানতে পারেন যে, এটি চুরকিত বা আত্মসাৎকৃত পণ্য তার উচিত যে ব্যক্তি এটি চুরি করেছে তাকে নম্রতা, ক্রমোন্নতি ও প্রজ্ঞা দিয়ে নসহিত করা; যাতে করে সে চুরকিত থেকে ফিরে আসে। যদি ফিরে না আসে এবং এই অপরাধে অব্যাহতভাবে লিপ্ত থাকে তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। যাতে করে অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত সাজা পায় এবং হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দেয়া যায়। এটি সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে জালমিকে তার জুলুম থেকে প্রতিহতকরণ এবং জালমি ও মজলুম উভয়ের জন্য সহযোগিতা রয়েছে। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমি (১৩/৮১)]

দুই:

যে ব্যক্তি জিনেশুনে চুরি পণ্য কনিচ্ছে তার কর্তব্য সেই পণ্যটি ফেরত দিয়ে তার অর্থ ফেরত নেয়া। যহেতে ক্রয়বক্রয় সঠিক হয়নি।

আর যে ব্যক্তি কনি ফলেছে; এরপর তার সন্দেহে হয়েছে যে, সটে চুরকিত; কনিতু সে নশ্চিতি হয়নি; সেই জনিসি ফেরত দেয়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়। যহেতে মূল বধিান হলো বচোকনো শুদ্ধ হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।